নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৬৯০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৮ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২১

পরিপত্র-১

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে ৬ষ্ঠ ধাপের নির্বাচনি সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল নিস্পত্তি, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও প্রতীক বরাদ্দ এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে **৬ষ্ঠ ধাপে** ২১৯**টি** ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন **ইভিএম এর মাধ্যমে** অনুষ্ঠিত হবে (পরিশিষ্ট-ক)। ৬ষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের জন্য সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল নিস্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা, মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হলো :

২। **নির্বাচনি সময়সূচি:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন ৬ষ্ঠ ধাপে ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

(ক)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	০৩ জানুয়ারি ২০২২ (সোমবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	০৬ জানুয়ারি ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	১৩ জানুয়ারি ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	:	**৩১ জানুয়ারি ২০২২ (সোমবার)**

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৮.০০ টা হতে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত

৩। **প্রার্থিতা বিষয়ক কার্যক্রম :** উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ **০৯ জানুয়ারি ২০২২** এবং দায়েরকৃত আপিল **১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ** (বুধবার) এর মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া **১৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ শুক্রবার প্রতীক বরাদ্দের** কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মনোনয়ন ও প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম উল্লিখিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে। **১৪ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হওয়ার পরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা ফরম-'চ' নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহের অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২, ds_eo২), সহকারী সচিব (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২, sas_emc২) এবং প্রোগ্রামার (ইভিএম, programmer_evm) এর ইন্টারনাল একাউন্টে বিনা ব্যর্থতায় ঐ দিন বা সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।**

৪। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারিঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উপরি উল্লিখিত নির্বাচনি সময়সূচি অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এতদসংগে সংযোজিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-খ) প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ: স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সকল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলার (প্রয়োজন হলে) যে সকল উপজেলার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে সে সকল উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিন এর অধিক সংখ্যক ইউনিয়নের জন্য একজন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার করা যাবে, এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে।**

৬। **নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্বাচনি সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপনটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে টাংগাইয়া প্রকাশ করতে হবে।

৭। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ** সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশের পর রিটার্নিং অফিসারগণকে পরিচালনা বিধিমালার বিধি ১১ অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোথায় মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তা উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সুবিধার্থে একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হল (পরিশিষ্ট-গ)। যেসব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ও স্থানীয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

৮। **চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২৫ সনের ২৮ নং আইন) আইন অনুসারে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে মনোনয়নের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঈ) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"(ঈ) রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করিবে;"

উক্ত বিধান অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল চেয়ারম্যান পদে মনোনয়পত্র (ফরম-১) এর সংযুক্তি-১ অনুসারে মনোনয়ন প্রদান করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকসহ তালিকা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-ঘ)।

৯। **প্রার্থির প্রস্তাবক ও সমর্থকঃ** বিধি ১২ এর উপবিধি (১) অনুসারে (১)চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন। উপবিধি (২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরুপে নির্বাচিত হওবার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

তবে, উপবিধি (৪) অনুসারে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এইরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট আপিল দাখিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ কর্তৃক আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়সূচির আলোকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ দিন **০৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ**। দায়েরকৃত আপিল **১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য** মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

১১। **প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন :** বিধি ১৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে তা যাচাই করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার সামগ্রী যাচাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবেন।

১২। **স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন:** স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে নির্বাচনি প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান এবং ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রচার কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবক অথবা তার সমর্থক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে একটি রসিদ (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে কোথায়, কোন তারিখ ও কোন সময়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। এই রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১৪। **মনোনয়নপত্র ও তার সাথে দাখিলকৃত কাগজাদিঃ** আইনের ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধিমালার বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) অনুসারে-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কমপক্ষে ২ সেট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং

(গ) মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমাদানের প্রমাণ হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট অথবা ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;

(ঈ) চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন।

১৫। **মনোনয়নপত্র দাখিলোত্তর করণীয়ঃ** প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন। তাছাড়া-

(ক) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত বিষয়াদি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১৬। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুতঃ** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্যাদি ফরম-গ অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

১৭। **জামানতঃ** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য/সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য) ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না;

(১) বিধিমালার বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।

(২) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) প্রার্থী জামানতের টাকা "৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩" কোডে জমা দিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র বাছাইঃ** (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়ন পত্রের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই এর প্রাক্কালে যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপিদের তথ্য নিয়ে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি সম্পদ বিবরণীর তথ্যসহ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে বা ঠিকাদারদের তালিকা নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, সে জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাঁদের/তাঁদের প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

১৯। **মনোনয়নপত্র বাছাই এর সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় ও দলিলাদিঃ** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করলে আইনের ২০ ধারার (২) উপ-ধারার (ঠ), (ঢ) (ণ) অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ৫ বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের এবং যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন রিটার্নিং অফিসার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিবেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র যাচাই করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০। **মনোয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানঃ** মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাভুক্ত উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাছাড়া মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাইকালে এবং অন্যান্য সময়ে রিটার্নিং অফিসারের সাথে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের অথবা অন্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করতে পারবেন। উক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২১। **মনোনয়নপত্র বাতিলের পদ্ধতিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ১৪ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার স্বউদ্যোগে অথবা বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তির আপত্তির প্রেক্ষিতে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয়নি; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নয়;

তবে,

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

২২। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণঃ** রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন।

২৩। **সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুক্রবার ও শনিবারসহ সকল সরকারী ছুটির দিনে ও কার্যদিবসে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৫.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সেই সাথে জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে।

২৪। **মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/আদেশ প্রতিপালনঃ** (ক) কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে আদেশ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ এডভোকেট কোন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করলে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী এডভোকেটের সহিত আলাপ করে নিশ্চিত হতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ বিজ্ঞ এডভোকেটের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ প্রতিপালন করে তা অবশ্যই লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে জানাতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/রিটার্নিং অফিসার অত্র সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

(খ) **ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে** কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইউনিয়নের নির্বাচন, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ওয়ার্ড এবং সাধারণ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাধারণ ওয়ার্ডের কেন্দ্রসমূহের নির্বাচন স্থগিত করার জন্য রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৫। **সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত বৈঠকে মনোনয়নপত্র পূরণ, আচরণ বিধির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি, বিধিমালার বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের দন্ড ইত্যাদি সম্মন্ধে ধারণা দিতে হবে। সর্বোপরি উক্ত বৈঠকে সকলকে সহযোগিতার আহবান জানাতে হবে। চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ তাদের নির্বাচনি সমুদয় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট হতে খরচ করতে হবে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ব্যাংক বিবরণীও দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। এইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের একটি ভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে যা মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে। তবে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য প্রার্থীদের ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে না বা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে হবে না। সম্ভাব্য প্রার্থীদের উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসারগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং দিক নির্দেশনা দিবে।

২৬। **ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয়ঃ** আগ্রহী প্রার্থীকে মনোনয়পত্র সংগ্রহের সময় ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ইলেকট্রনিক কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে। ৫০০(পাঁচশত) টাকা হারে চালান বা পে অর্ডার জমা দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। ভোটার তালিকা সিডি ক্রয়ের অর্থ চালানে জমা দানের কোড **০১-০৬০১-০০০১-২৬৩১।** তবে কোন কারণে সম্পূরক সিডি প্রদানের প্রয়োজন হলে পুনরায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

২৭। **মনোনয়নপত্রের সাথে আচরণ বিধির কপি প্রদানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো **(পরিশিষ্ট-৬)।** মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণ বিধির কপি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে।

২৮। **দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি মুছে/উঠিয়ে ফেলাঃ** যেহেতু ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২১৯টি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যারা বা যাদের পক্ষে দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি লাগানো হয়েছে বা নববর্ষের শুভেচ্ছা, ঈদের শুভেচ্ছা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে প্রচারণার আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা ০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের মধ্যে নিজ দায়িত্বে মুছে বা তুলে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা দিয়েছেন। ০৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের পরে পোস্টার বা দেয়াল লিখন পাওয়া গেলে তার ছবি তারিখসহ তুলে রাখতে হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে পরবর্তীতে নির্দেশনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২৯। **বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা ইত্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন হতে যে সকল পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা হবে তা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ উক্ত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, ফরম ইত্যাদি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে রিটার্নিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে প্রদান করবেন। ফ্যাক্স বা ডাকযোগে এত অধিক পরিমান পাঠানো সম্ভব হবে না বিধায় এই ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হবে। কোন উপজেলায় ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ প্রিন্ট বের করে কুরিয়ার সার্ভিসে বা বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩০। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** উল্লিখিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ইতোপূর্বে জারিকৃত পরিপত্র ২-৭ ও অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(৩) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিটি ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

(৪) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্দেশনায় ইভিএম ব্যবহার ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিষয়ক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৫) পার্বত্য এলাকায় হেলিসটি সহযোগিতা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ক প্রস্তাবনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ;

(৬) ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন তথা বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিন ও অফিস সময়ের পরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের/গ্রহণ, প্রার্থীতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ কার্যদিবসের ন্যায় **সকাল ৯.০০ মি. হতে বিকাল ৫.০০ মি.** পর্যন্ত অব্যাহত রাখা;

(৮) ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পরে নির্বাচনি মালামাল সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে রাখতে হবে।

৩১। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
e-mail: ecsemc2@gmail.com

সংলগ্নীঃ উপরে বর্ণিত

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, --------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, -------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ---------------------------(সংশ্লিষ্ট)
৫। ---------------------------------------ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫৫.২১-৬৯০

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪২৮ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব,... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১৩. প্রকল্প পরিচালক (ইভিএম প্রকল্প), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ইভিএম কাস্টমাইজেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৪. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২০. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

৬ষ্ঠ ধাপে ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা

জেলা		উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
১.	পঞ্চগড়	১.	দেবীগঞ্জ	১.	দেবীগঞ্জ	
				২.	দেবীডুবা	
২.	দিনাজপুর	২.	দিনাজপুর সদর	৩.	চেহেলগাজী	
				৪.	সুন্দরবন	
				৫.	ফাজিলপুর	
				৬.	শেখপুরা	
				৭.	শশরা	
				৮.	আউলিয়াপুর	
				৯.	উথরাইল	
				১০.	শংকরপুর	
				১১.	আস্করপুর	
				১২.	কমলপুর	
		৩.	ঘোড়াঘাট	১৩.	বুলাকিপুর	
				১৪.	পালশা	
				১৫.	সিংড়া	
				১৬.	ঘোড়াঘাট	
		৪.	বিরল	১৭.	ধামইর	
				১৮.	শহরগ্রাম	
				১৯.	ভান্ডারা	
				২০.	ধর্মপুর	
				২১.	মঙ্গলপুর	
				২২.	রানীপুকুর	
		৫.	বীরগঞ্জ	২৩.	নিজপাড়া	
				২৪.	ভোগনগর	
৩.	রংপুর	৬.	পীরগঞ্জ	২৫.	মিঠিপুর	
				২৬.	বড় আলমপুর	
৪.	কুড়িগ্রাম	৭.	চিলমারী	২৭.	রাণীগঞ্জ	
				২৮.	থানাহাট	
				২৯.	রমনা	
				৩০.	চিলমারী	
				৩১.	অষ্টমীরচর	
		৮.	ভুরুঙ্গামারী	৩২.	ভুরুঙ্গামারী	
				৩৩.	পাথরডুবি	
				৩৪.	শিলখুড়ি	
৫.	গাইবান্ধা	৯.	সাদুল্লাপুর	৩৫.	রসুলপুর	
				৩৬.	নলডাঙ্গা	
				৩৭.	দামোদরপুর	
				৩৮.	ধাপেরহাট	
				৩৯.	ইদিলপুর	
				৪০.	ভাতগ্রাম	
				৪১.	খোর্দ্দকোমরপুর	
				৪২.	ফরিদপুর	
৬.	বগুড়া	১০.	সারিয়াকান্দি	৪৩.	সারিয়াকান্দি	
				৪৪.	ভেলাবাড়ী	
				৪৫.	বোহাইল	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			৪৬.	চন্দনবাইশা	
			৪৭.	ফুলবাড়ী	
			৪৮.	হাটশেরপুর	
			৪৯.	কামালপুর	
			৫০.	কাজলা	
			৫১.	কর্ণিবাড়ী	
			৫২.	কুতুবপুর	
			৫৩.	নারচী	
	১১.	সোনাতলা	৫৪.	সোনাতলা	
			৫৫.	তেকানীচুকাইনগর	
			৫৬.	দিগদাইড়	
			৫৭.	জোড়গাছা	
			৫৮.	মধুপুর	
			৫৯.	পাকুল্লা	
			৬০.	বালুয়া	
	১২.	সদর	৬১.	ফাপোর	
			৬২.	রাজাপুর	
	১৩.	গাবতলী	৬৩.	নেপালতলী	
			৬৪.	সুখানপুর	
			৬৫.	সোনারায়	
৭. নওগাঁ	১৪.	নেয়ামতপুর	৬৬.	পাড়ইল	
			৬৭.	নিয়ামতপুর	
			৬৮.	ভাবিচা	
			৬৯.	হাজীনগর	
			৭০.	রসুলপুর	
			৭১.	বাহাদুরপুর	
			৭২.	শ্রীমন্তপুর	
			৭৩.	চন্দননগর	
৮. জামালপুর	১৫.	সরিষাবাড়ী	৭৪.	পিংনা	
	১৬.	দেওয়ানগঞ্জ	৭৫.	পাররামরামপুর	
৯. ময়মনসিংহ	১৭.	ফুলপুর	৭৬.	ছনধরা	
			৭৭.	রামভদ্রপুর	
			৭৮.	ভাইটকান্দি	
			৭৯.	সিংহেশ্বর	
			৮০.	ফুলপুর	
			৮১.	পয়ারী	
			৮২.	রূপসী	
			৮৩.	বালিয়া	
			৮৪.	বওলা	
			৮৫.	রহিমগঞ্জ	
	১৮.	ভালুকা	৮৬.	উথুরা	
			৮৭.	মেদুয়ারী	
			৮৮.	ভরাডোবা	
			৮৯.	ধীতপুর	
			৯০.	বিরুনিয়া	
			৯১.	ভালুকা	
			৯২.	মল্লিকবাড়ী	
			৯৩.	ডাকাতিয়া	
			৯৪.	কাচিনা	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			৯৫.	রাজৈ	
			৯৬.	হবিরবাড়ী	
১০. নেত্রকোনা	১৯.	খালিয়াজুরী	৯৭.	মেন্দিপুর	
			৯৮.	খালিয়াজুরী	
	২০.	পূর্বধোলা	৯৯.	ধলামূলগাঁও	
১১. টাঙ্গাইল	২১.	গোপালপুর	১০০.	মির্জাপুর	
			১০১.	আলমনগর	
			১০২.	হাদিরা	
			১০৩.	নগদাশিমলা	
			১০৪.	ধোপাকান্দি	
১২. কিশোরগঞ্জ	২২.	পাকুন্দিয়া	১০৫.	জাঙ্গালিয়া	
			১০৬.	চরফরাদী	
			১০৭.	এগারসিন্দুর	
			১০৮.	বুরুদিয়া	
			১০৯.	পাটুয়াভাঙ্গা	
			১১০.	নারান্দী	
			১১১.	হোসেন্দী	
			১১২.	চন্ডিপাশা	
			১১৩.	সুখিয়া	
	২৩.	কুলিয়ারচর	১১৪.	রামদী	
১৩. মানিকগঞ্জ	২৪.	শিবালয়	১১৫.	শিবালয়	
			১১৬.	তেওতা	
			১১৭.	উথলী	
			১১৮.	শিমুলিয়া	
			১১৯.	মহাদেবপুর	
			১২০.	উলাইল	
			১২১.	আরুয়া	
১৪. ঢাকা	২৫.	নবাবগঞ্জ	১২২.	শিকারীপাড়া	
			১২৩.	জয়কৃষ্ণপুর	
			১২৪.	বারুয়াখালী	
			১২৫.	নয়নশ্রী	
			১২৬.	শোল্লা	
			১২৭.	যন্ত্রাইল	
			১২৮.	বান্দুরা	
			১২৯.	কলাকোপা	
			১৩০.	বক্সনগর	
			১৩১.	বাহ্রা	
			১৩২.	কৈলাইল	
			১৩৩.	আগলা	
			১৩৪.	গালিমপুর	
			১৩৫.	চূড়াইন	
	২৬.	দোহার	১৩৬.	নয়াবাড়ী	
			১৩৭.	কুসুমহাটী	
			১৩৮.	বিলাসপুর	
			১৩৯.	নারিশা	
			১৪০.	মুকসুদপুর	
১৫. মাদারীপুর	২৭.	সদর	১৪১.	ঘটমাঝি	

জেলা		উপজেলা		ইউনিয়ন	মন্তব্য
১৬. গোপালগঞ্জ	২৮.	কোটালীপাড়া	১৪২.	রামশীল	
১৭. শরীয়তপুর	২৯.	জাজিরা	১৪৩.	সেনেরচর	
			১৪৪.	নাওডোবা	
			১৪৫.	বড়কান্দি	
			১৪৬.	জাজিরা	
	৩০.	শরীয়তপুর সদর	১৪৭.	চিকন্দী	
১৮. সিলেট	৩১.	ওসমানীনগর	১৪৮.	উমরপুর	
			১৪৯.	সাদিপুর	
			১৫০.	পশ্চিম পৈলনপুর	
			১৫১.	বুরুঙ্গাবাজার	
			১৫২.	গোয়ালাবাজার	
			১৫৩.	তাজপুর	
			১৫৪.	দয়ামীর	
			১৫৫.	উছমানপুর	
	৩২.	বিশ্বনাথ	১৫৬.	লামাকাজি	
			১৫৭.	খাজাঞ্চি	
	৩৩.	দক্ষিণ সুরমা	১৫৮.	মোল্লারগাঁও	
			১৫৯.	তেতলী	
			১৬০.	কামালবাজার	
	৩৪.	গোয়াইনঘাট	১৬১.	পূর্ব আলীরগাঁও	
			১৬২.	পশ্চিম আলীরগাঁও	
			১৬৩.	মধ্য জাফলং	
	৩৫.	কোম্পানিগঞ্জ	১৬৪.	ইসলামপুর (পশ্চিম)	
১৯. হবিগঞ্জ	৩৬.	বাহুবল	১৬৫.	স্নানঘাট	
			১৬৬.	পুটিজুরি	
			১৬৭.	সাতকাপন	
			১৬৮.	বাহুবলসদর	
			১৬৯.	লামাতাসী	
			১৭০.	মিরপুর	
			১৭১.	ভাদেশ্বর	
	৩৭.	শায়েস্তাগঞ্জ	১৭২.	শায়েস্তাগঞ্জ	
২০. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৮.	কসবা	১৭৩.	মেহারী	
			১৭৪.	বাদৈর	
			১৭৫.	বিনাউটি	
			১৭৬.	গোপীনাথপুর	
			১৭৭.	কাইমপুর	
			১৭৮.	বায়েক	
			১৭৯.	কসবাপশ্চিম	
	৩৯.	নবীনগর	১৮০.	কাইতলা(দক্ষিণ)	
			১৮১.	বিটঘর	
			১৮২.	শিবপুর	
			১৮৩.	কৃষ্ণনগর	
			১৮৪.	নাটঘর	
			১৮৫.	বিদ্যাকুট	
			১৮৬.	বড়াইল	
২১. কুমিল্লা	৪০.	মুরাদনগর	১৮৭.	শ্রীকাইল	
			১৮৮.	আকুবপুর	
			১৮৯.	আন্দিকুট	
			১৯০.	পূর্বধইর (পূর্ব)	

জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ন		মন্তব্য
			১৯১.	পূর্বধইর (পঃ)	
			১৯২.	বাংগরা (পূর্ব)	
			১৯৩.	বাংগরা (পঃ)	
			১৯৪.	চাপিতলা	
			১৯৫.	কামাল্লা	
			১৯৬.	যাত্রাপুর	
			১৯৭.	রামচন্দ্রপুর (দঃ)	
			১৯৮.	রামচন্দ্রপুর (উঃ)	
			১৯৯.	নবীপুর (পূর্ব)	
			২০০.	নবীপুর (পঃ)	
			২০১.	ধামঘর	
			২০২.	জাহাপুর	
			২০৩.	ছালিয়াকান্দি	
			২০৪.	দারোরা	
			২০৫.	পাহাড়পুর	
			২০৬.	বাবুটিপাড়া	
			২০৭.	টনকী	
	৪১.	মনোহরগঞ্জ	২০৮.	বাইশগাঁও	
			২০৯.	হাসনাবাদ	
			২১০.	ঝলম (উঃ)	
			২১১.	ঝলম(দঃ)	
			২১২.	মৈশাতুয়া	
			২১৩.	লক্ষণপুর	
			২১৪.	খিলা	
			২১৫.	উত্তরহাওলা	
			২১৬.	নাথেরপেটুয়া	
			২১৭.	বিপুলাসার	
			২১৮.	সরসপুর	
২২. চট্টগ্রাম	৪২.	আনোয়ারা	২১৯.	জুঁইদন্ডি	

পরিশিষ্ট-'খ'

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়

....

....

নং.. তারিখঃ.......................

প্রজ্ঞাপন

নং...। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী এতদসংগে সংযোজিত ....টি উপজেলার নির্বাচন যোগ্য ....টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নেবর্ণিত সময়সূচি ঘোষণা করিতেছেঃ

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখ	:	
সকল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে			

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে

(..........................)
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/
জেলা নির্বাচন অফিসার
ফোন: ....

প্রাপক
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়
ঢাকা।

অদ্যকার তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে এবং ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কপি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারি কাজে ব্যবহারার্থে সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নং...................................... তারিখঃ.......................

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৯. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,......................(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট সকল) ও রিটার্নিং অফিসার [বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২৮. ....ও রিটার্নিং অফিসার [বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২৯. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট সকল থানা)।

(..........................)
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/
জেলা নির্বাচন অফিসার
ফোনঃ....................

পরিশিষ্ট-'গ'

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়

উপজেলা/থানা ....

জেলা ....

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... কর্তৃক .... তারিখে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী .... জেলার .... উপজেলার .... ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারি করা হইয়াছে।

এক্ষণে, সেহেতু, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১১ অনুযায়ী আমি ...., ... এবং রিটার্নিং অফিসার

(নাম) (পদবী)

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য .... জেলার .... উপজেলার .... ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছিঃ

(ক)	রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ		(নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখঃ		(নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখঃ		(নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে)
(ঘ)	ভোটগ্রহণের তারিখঃ		(নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে)
উল্লিখিত ইউনিয়নের মধ্যে ....টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে			

আমি আরও জানাইতেছি যে, আগামী .... তারিখ হইতে .... তারিখ (....... বার) পর্যন্ত ছুটির দিনসহ সকাল ৯.০০টা হইতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত উল্লিখিত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে আমার কার্যালয়ে ....

(স্থান)

মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে।

স্থানঃ...

তারিখঃ ....

রিটার্নিং অফিসারের নাম-পদবীসহ স্বাক্ষর

ইউনিয়নের নাম ....

পরিশিষ্ট-'ঘ'

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	দলের নাম ও প্রতীক
১	২
০১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি **"ছাতা"**
০২.	জাতীয় পার্টি - জেপি **"বাইসাইকেল"**
০৩.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল) **"চাকা"**
০৪.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ **"গামছা"**
০৫.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি **"কাস্তে"**
০৬.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ **"নৌকা"**
০৭.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বি.এন.পি **"ধানের শীষ"**
০৮.	গণতন্ত্রী পার্টি **"কবুতর"**
০৯.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি **"কুঁড়েঘর"**
১০.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি **"হাতুড়ী"**
১১.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ **"কুলা"**
১২.	জাতীয় পার্টি **"লাঙ্গল"**
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ **"মশাল"**
১৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি **"তারা"**
১৫.	**জাকের পার্টি** **"গোলাপ ফুল"**
১৬.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ **"মই"**
১৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি **"গরুরগাড়ী"**
১৮.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন **"ফুলের মালা"**
১৯.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন **"বটগাছ"**
২০.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ **"হারিকেন"**
২১.	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি) **"আম"**
২২.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ **"খেজুরগাছ"**
২৩.	গণফোরাম **"উদীয়মান সূর্য"**
২৪.	গণফ্রন্ট

ক্রমিক নম্বর	দলের নাম ও প্রতীক
১	২
	"মাছ"
২৫.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ **"গাভী"**
২৬.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি **"কাঁঠাল"**
২৭.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ **"চেয়ার"**
২৮.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি **"হাতঘড়ি"**
২৯.	ইসলামী ঐক্যজোট **"মিনার"**
৩০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস **"রিক্সা"**
৩১.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ **"হাতপাখা"**
৩২.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট **"মোমবাতি"**
৩৩.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি **"কোদাল"**
৩৪.	খেলাফত মজলিস **"দেওয়াল ঘড়ি"**
৩৫.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল **"হাত (পাঞ্জা)"**
৩৬.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট) **"ছড়ি"**
৩৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ **"টেলিভিশন"**
৩৮.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম **"সিংহ"**
৩৯.	বাংলাদেশ কংগ্রেস **"ডাব"**

পরিশিষ্ট-'ঙ'

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ /১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন ।—(১) এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(২) "ইউনিয়ন পরিষদ " অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;

(৩) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৪) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্যঃ টাকা ১২.০০

(৫) "নির্বাচন" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৬) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত এলাকা;

(৭) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৮) ''পোস্টার'' অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) ''পোস্টার লাগানো'' অর্থ প্রচার বা ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্যে, দেওয়াল বা যানবাহনে, আঠা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পোস্টার সাঁটিয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা স্থাপন করা;

(১০) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১১) "প্রার্থী" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের—

(ক) চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী; এবং

(খ) সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;

(১২) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;

(১৩) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xixa) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;

(১৪) "সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ;

(১৫) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ; এবং

(১৬) "স্বতন্ত্র প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোন প্রার্থী যিনি কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত নহেন।

৩। নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার।—আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

৪। কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

৫। প্রচারণার সময় ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

৬। সার্কিট হাউজ, ইত্যাদি ব্যবহারে বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে—

(ক) সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো বা রেস্ট হাউজে অবস্থান করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) তাহার পক্ষে বা অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে প্রচারণার স্থান হিসাবে সরকারি সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, কোন সরকারি কার্যালয় অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করিতে পারিবেন না;

(খ) পথসভা ও ঘরোয়া সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা করিতে পারিবেন না বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) কোন পথসভা বা ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।

৮। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাইবে না।

(৩) সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হইতে পারিবে না।

(৪) নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কাহারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে কিংবা ব্যবহার করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাইতে পারিবেন।

(৬) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।

(৮) কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবেন।

৯। ভোটার স্লিপ ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) ভোটার স্লিপ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার স্লিপ ১২ (বার) সেন্টিমিটার × ৮(আট) সেন্টিমিটারের অধিক আয়তনের হইতে পারিবে না এবং উহাতে প্রার্থীর নাম ও ছবি, সংশ্লিষ্ট পদের নাম, প্রতীক ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করিতে পারিবেন না, তবে ভোটারের নাম, ভোটার নম্বর ও ভোটকেন্দ্রের নাম ইত্যাদি উল্লেখ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সংখ্যা ও তারিখবিহীন কোন ভোটার স্লিপ মুদ্রণ করিতে পারিবেন না।

১০। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।

১১। মিছিল বা শোডাউন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—(১) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাইবে না বা প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক লইয়া মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রকার মিছিল বা কোনরূপ শো-ডাউন করা যাইবে না।

১২। নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধ ।—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল বা সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) চেয়ারম্যান পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনি এলাকায় ৩ (তিন)টির অধিক, সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় ১ (এক)টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবেন না।

১৪। নির্বাচনের দিন যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহন ভাড়া করা যাইবে না বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কোন যানবাহন চালানো যাইবে না।

১৫। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করিয়া নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

১৬। গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

১৭। প্রচারণামূলক বক্তব্য, খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন প্রদান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছবি বা তাহার পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্নসম্বলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন না; এবং

(গ) ভোটারগণকে কোনরূপ উপঢৌকন, বক্‌শিশ, ইত্যাদি প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৮। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না; এবং

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

১৯। বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করিতে পারিবেন না।

২০। ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

২১। মাইক্রোফোন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাইবে না।

২২। সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্বাচনি প্রচারণা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণায় বা নির্বাচনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল তাঁহার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে যাইতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি যানবাহন, অন্য কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৩। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

২৪। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

২৫। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ ।—(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না।

২৭। নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

২৮। মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ ।—(১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

২৯। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩০। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩১। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd